যদি এমন করে বলা যেত

শ্যামসুন্দর সিকদার

তাম্রলিপি

যদি এমন করে বলা যেত
শ্যামসুন্দর সিকদার

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৫০

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইন্টারনেট প্রেস

মূল্য : ২০০.০০

Jodi Emon Kore Bola Jeto
By : Shyam Sunder Sikder

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 200.00 $7

ISBN : 978-984-98430-0-9

উৎসর্গ

অরিশ সিকদারকে

ভূমিকা

সব কবিতাকে কিন্তু কবিতা বল যায় না। তবু কিছু শব্দ সমাহারকে কবিতা নামে প্রবাহমান রাখতে আমরা মগ্ন থাকি। জানি, কবিতার শব্দ আলাদা এবং সেই শব্দের বিন্যাস ও ব্যবহার কবিতার জন্য আলাদা থাকে। কবির ব্যক্তিক চিন্তা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়। তাই তার প্রকাশের ধরনও ব্যক্তি বিশেষে প্রকৃষ্টরূপে আলাদা হয়। কারো কারো কিছু শব্দের প্রয়োগ বা উপস্থাপনা মাঝে মাঝে খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তখন সেই প্রকাশকে পাঠকগণ দারুণ উৎসাহে গ্রহণ করেন। সেগুলো তখন সফল কবিতা হয়ে ওঠে।

আমি জানি, আমি যা কবিতা নামে লিখি–তার সবগুলো কবিতা হয় না। কদাচিৎ যদি আমার কোনো লেখা কবিতা বলা হয়, তাতে আমার কৃতিত্বের চাইতে যারা তা বলবেন–তাদের সহজ স্বীকৃতিতে হয়তো কিছুটা পক্ষপাতিত্বের বিষয় থাকতে পারে। সেটা আমার প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণেই হয়তোবা।

এই গ্রন্থের লেখাগুলোর কোনোটি কবিতা হয়েছে কিনা, আমি জানি না। পাঠকগণই তার শ্রেষ্ঠ বিচারক হবেন। এই বিচারের দায়িত্বটা তাই সকল পাঠকের জন্যই থাকল। আমার প্রত্যাশা শুধু যিনি এই গ্রন্থটি হাতে ধরবেন, তিনি যেন অন্তত দু'চারখানা লেখা একবার পড়েন। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা সব পাঠকের জন্য।

শ্যামসুন্দর সিকদার

সূচিপত্র

আর কত তবে প্রিয়	১১
অবনত সুখ	১২
শুধু আমি	১৩
মুলতবি প্রস্তাব	১৪
মৌমাছি	১৬
বিরূপাক্ষ	১৭
ইতিবাচক	১৮
প্রলাপের জোলাপ	১৯
প্রতীক্ষার জন্য সময়	২০
প্রতিশ্রুতি	২১
উন্নত মম শির	২২
প্রশ্ন বার বার	২৩
হে কমরেড	২৪
জেগে ওঠো	২৫
সার্জারির আগে	২৭
ডাক্তার চার্লস	২৮
যদি এমন করে বলা যেতো	২৯
বন্ধু থেকে শত্রু	৩১
নিদ্রাহীন স্বপ্নের ভিতর	৩২
মেঘের আস্তিন	৩৩
ত্যাগ আর দানে ভরা সময়	৩৪
নৈঃশব্দের পূজা	৩৫
সঙ্গী	৩৬
গোপন বার্তা	৩৭
আমি ফেব্রুয়ারি	৩৮
আবেশ	৩৯
স্মার্ট পণ	৪০
তির্যক দৃষ্টি	৪১
অন্তরিক্ষ	৪৩

বৃক্ষ ও ঋণ	৪৪
অযাচিত উপদ্রব	৪৫
ব্যবচ্ছেদ	৪৬
চর নিকেতনের পংক্তিমালা	৪৮
ক্লান্তি	৫০
হোলির উৎসবে	৫১
হস্তান্তর	৫২
সবার বন্ধু বঙ্গবন্ধু	৫৩
শুভ্র মন	৫৪
বৈরাগী মন	৫৫
বৈশাখ	৫৬
জলের খোয়াব	৫৮
জল জোয়ারে আকাল	৫৯
অদেখার দেখা	৬০
অহঙ্কারী	৬১
আমার ঠিকানা সাহসের বাড়ি	৬২
আয়নামুখী	৬৪

আর কত তবে প্রিয়

পৃথিবীটা বড় এক কষ্টের গালিচা নিত্য জীবনযাপনে,
আর কত প্রিয় হবে মানুষের কাছে? ছবি হবে ছবি, জানি।
দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে সেই ছবি পলকহীন চোখে রবে।
আর কত প্রিয় হবে? যার যত নাম ধাম, তাও যে ঠিকঠাক
স্মৃতির শোকেসে যত্নে রবে কিছুকাল। তারপর কালেভদ্রে
'প্রিয়' শব্দ মনে এসে ভীড় করলেও হয়তোবা করতে পারে।
একদিন বেলাশেষে গোধূলির কান ঘেঁষে ডুবন্ত সাগরে
সাতরং ঝিলিক জলে যাবে প্রিয়তম কিছু স্মৃতি আর ছবি।

পৃথিবীটা বুঝি এক কষ্টের জমিন এই জীবন যাপনে,
উত্থান-পতন ধরে প্রিয় অপ্রিয়র সহযোগে নিরিবিলি
খেলা চলে কিছুকাল। তাই বলি, আর কত হবে প্রিয় কার?
একদিন ছবি হবে স্মৃতি, প্রেম-প্রীতি সব হবে একাকার।

১৫-১২-২০২২, ঢাকা।

অবনত সুখ

ভালোবাসেনি আমাকে তোমার অলিন্দ,
রক্তাণু প্রবাহে মিশে থাকা বোবা ছন্দ,
পূর্ণিমার আলোমাখা গল্পের বালিকা,
যে কালজয়ী ছায়াপথ, আকাশের হাত,
মুখরিত জলোচ্ছ্বাসে বেঁচে থাকা প্রাণ
তোমার সম্ভ্রান্ত মুখ এবং শ্রাবণ!

ভালোবাসেনি শতায়ু সন্ন্যাসীর শঙ্খ
থেকে ভোঁ শব্দের সুর, দেবতার ফুল
হতে ঘ্রাণের সঙ্গম। আমি তাই দেখি
প্রেমহীন জীবনের অনঙ্গ শরীর,
যার সাথে ঈশ্বরের ছিল কালোত্তীর্ণ
কোনো এক দ্বিপক্ষীয় মানবিক চুক্তি।

ভালোবাসেনি বিশাল পৃথিবীর মরু,
প্রতিবেশি বৃক্ষপাতা হতে ক্লোরোফিল,
নিকট ফড়িং আর প্রজাপতি-লগ্ন!
দূর হতে কটাক্ষের হাসি ছিল ওই
নদীর প্রবাহমান মুখে! অবনত
সুখ দেখে আমি শেষে হয়েছি নির্লোভ ॥

১৮-১২-২০২২, ঢাকা।

শুধু আমি

এখন না হয় থেকে যাবো জনান্তিকে কিছুকাল
আত্মরক্ষামূলক নিভৃত অহঙ্কারে শুদ্ধাচারে
কবিতার কাছে করে আত্মসমর্পণ অগোচরে
থাকি জীবন যাপনে একা ছন্দহীন দোলাচলে
রঙধনু ব্যানারে থাক আত্মগোপনের সেই গল্প
এখন ডেকো না আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে দিনে দিনে।

একা একা সব শব্দে শব্দে হবে তুরুপের খেলা
কেউ থাকবে না আর অপেক্ষায় ভোর বেলা।
এখন বোধের কাছে ঋণ থাকি, বুঝি শত্রুমিত্র
কে আপন, কে আসলে পর? আর মুক্ত পরিসর,
নিজের শরীর হতে গন্ধ শুঁকে নিয়ে বুঝি আমি
এখন আমার শত্রু-বন্ধু প্রতিবেশি শুধু আমি।

শুধু আমি শুধু আমি শুধু আমি আর শুধু আমি ॥

১৯-১২-২০২২, ঢাকা।

মুলতবি প্রস্তাব

আমি কোনো বিশেষ এজেণ্ডা নিয়ে আসিনি এখানে
কেউ কেউ হয়তো কিছু নিয়ে আসে হাতে
আবার সবার কিছু না কিছু এজেণ্ডা থাকে
আমি কোনো প্রস্তাবনা নিয়েও আসিনি পৃথিবীতে।

আমার দেবার মতোন কিছুই নেই জানি
কেউ কেউ খালি হাতে আসে জন্ম জন্মান্তরে
এই যেমন এখন আছি এই আমি
তবে আমি ভালোবাসি প্রাণ আর প্রাণের অস্তিত্ব
ভালোবাসি মানুষের সুবিমল ঘ্রাণ
ভালোবাসি আনন্দের পরিত্রাণ
ভালোবাসি জীবনের অনুষঙ্গ
ভালোবাসি পৃথিবীর মায়াবী অনঙ্গ।

আমি তাই জীবনের কাছে দায়বদ্ধ থাকি
জীবন মানেই জীবনের জন্য ভালোবাসা টানে
আমি আমার দুহাত আর মন
নিজ শপথের কাছে দায়মুক্ত রাখি।

জানি আমার কোনোই শত্রু নেই
এখানে আল্লার শত্রু বসবাস করে
আমাদের চারিদিকে চন্দ্র সূর্য প্রদক্ষিণ করে
শত্রুদের কিছু না কিছু এজেণ্ডা পৃথিবীতে থাকে
ওরা খুব ব্যস্ত থাকে জানি
আর সব ব্যস্ততা ওদের জন্য যেন নির্ধারিত থাকে।

থাকে যদি থাক ওদের এজেণ্ডা বিশ্বব্যাপী থাক
থাকে যদি থাক, না হয় নিপাত যাক

থাকে যদি কিছু ষড়যন্ত্র থাক
থাকে যদি নির্ঘুম রাতের পাহারা অরণ্যে থাক
থাকে যদি পাপ মনের ভেতর থাক
থাকে যদি অন্ধকার চারিদিকে থাক।

আমার কোনোই আক্ষেপের কিছু নেই
কিংবা মুলতবি প্রস্তাবের ক্যানভাস দরকার নেই
আমি কোনোই সমঝোতা করতে আসিনি
আমি কোনো অনুকম্পার প্রস্তাব নিয়ে এখানে আসিনি
আমি কোনো বিশেষ এজেণ্ডা নিয়ে এখানে আসিনি
আমি এখানে কেবল ঈশ্বরের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করি ॥

২২-১২-২০২২, ঢাকা।

মৌমাছি

পা ছুঁয়ে প্রণাম করে একটা ভিত তৈরি করে কেউ
আর্জি জানানোর জন্য, তবে পেশ করেনা তখন।
আবার কে যেন এসে বিশেষ ভূমিকা দিয়ে মুক্ত
প্ল্যাটফরম বানায় – কিছু একটা দুঃসংবাদ দিতে,
তবে শেষে সেও কিনা সুখের প্রার্থনা করে বেশ
শুধু একটু শান্তি দিতে, দুঃসংবাদ থাকে যে অনুক্ত।

এভাবে সন্ধানী চোখে মানুষের রগ চেনা যায়:
প্রত্যাশীরা থাকে ঠিক কোনো সুযোগের অপেক্ষায়;
শুনেছি, এ্যাকুরিয়ামে রঙিন মাছের স্মৃতিশক্তি
কম বলে ওরা ঘুরে ঘুরে আসে একই জায়গায়।
কম করে হলেও যে কোনো হিসাবের খাতা থেকে
হাজার উদ্ধৃতি দিতে পারি বেঈমান মানুষের।

জানি, কয়েক ডজন কৃতঘ্ন মানুষ চারিধারে,
ভুলে গেছে শুদ্ধাচার। যখন মধুর মজুতের
অবশেষ শূন্যভাগে থাকে, মৌমাছিরা যায় দূরে;
অনন্তের পথে খুব স্বাধীনতা থাকে। প্রণামের
হাত জেগে উঠে দাবী করে, "দুঃসময় দূরে রাখো
এখন ধর্মাবতার"। সাহসের যুদ্ধ হবে শেষ।

২৩-১২-২০২২, ঢাকা।